বাংলাদেশের আদালতে বাংলা ভাষা

নাহিদ ফেরদৌসী
অধ্যাপক (আইন)
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

❖ মাতৃভাষাঃ জাতির শ্রেষ্ঠতম সম্পদ

- একটি জাতির মাতৃভাষা তার আত্মপরিচয়ের সূচক

-বাংলাদেশের মাতৃভাষা ও রাষ্ট্রভাষা উভয়ই বাংলা

-নাগরিক জীবনের সকল ক্ষেত্রে সার্থকভাবে প্রয়োগের একটি ভাষা

-আদালতের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রচলন আজও যথাযথভাবে হয়নি

-বিচারপ্রার্থীরা আদালতের চিন্তা ও যুক্তির কোনটাই বুঝতে পারে না

-সাধারণ জনগণ মাতৃভাষায় বিচার প্রাপ্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত

❑ আদালত ও সাধারণ জনগণ: ন্যায়বিচার

- আদালত জনগণের ন্যায়বিচার পাওয়ার একমাত্র প্রতিষ্ঠান
- রাষ্ট্রের আইনসমূহ আদালতের মাধ্যমে সক্রিয় ভূমিকা রাখে
- অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং আইনের ব্যাখ্যা দেয়ার দায়িত্ব আদালতের
- অধস্তন আদালতে আরজি, জবাব, নালিশ, আদেশ ও রায়সমূহ বাংলা ভাষাতে হয়
- উচ্চ আদালতে বাংলার পরিবর্তে ইংরেজির প্রাধান্য ও ব্যবহার চলছে
- ইংরেজি ভাষায় রায়ের বিষয়বস্তু, রায়ের কারণ উপলব্ধি করা কঠিন
- আদালতের রায় ও আদেশে বাংলা প্রয়োগ না করলে রায়ের গুরুত্ব থাকে না
- আদালতের ভাষা বিচারপ্রার্থীদের জন্য বোধগম্য হওয়া প্রয়োজন
- ইংরেজি রায় বুঝতে আইনজীবীগণকে অতিরিক্ত ফী দিয়ে রায় অনুবাদ করতে হয়
- বিচারক, আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীর ভাষা ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে

আদালতে বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা

- বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ দরিদ্র ও শিক্ষার হার খুব কম
- জনগণ নিজ ভাষায় আইনি প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী
- রায় বুঝতে বিচারপ্রার্থীর হয়রানি ও প্রতারনা থেকে রক্ষা
- মামলায় পরিকল্পিত পরবর্তী পদক্ষেপ নিতে সহজ হয়
- জনস্বার্থ রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
- সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করা
- আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা শেখা, জানা ও চর্চার গুরুত্ব অনস্বীকার্য
- সাধারণ জনগোষ্ঠীর বোধগম্যতার জন্য আদালতের ভাষা বাংলা বা ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ব্যবহার প্রয়োজন

আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহারঃ বাস্তবতা

- দেশের সকল আদালতে বাংলা ভাষার ব্যবহার সর্বত্র দেখা যায় না
- অধস্তন আদালতে মামলার আবেদন, সাক্ষ্য, জবানবন্দি, শুনানি ও রায় বাংলা ভাষায় হয়
- উচ্চ আদালতের কার্যক্রমে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়
- বর্তমানে উচ্চ আদালতে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা চর্চা শুরু হয়েছে
- স্বপ্রণোদিত হয়ে কয়েকজন বিচারপতি বাংলা ভাষায় রায় প্রদান করছেন

- হাইকোর্ট বিভাগে বাংলায় রায় ও আদেশ

- ১৯৯০ সালের পূর্বে হাইকোর্ট বিভাগে কোনো মামলার রায় বা আদেশ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়নি

- ১৯৯০ সাল

  - বিচারপতিদের মধ্যে সর্বপ্রথম বিচারপতি এ আর এম আমীরুল ইসলাম চৌধুরী আদালত কার্যক্রমে বাংলা ভাষায় *আদেশ* লেখা শুরু করেছিলেন

  -সেগুলো আইন সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়নি।

বাংলা রায়

স্বাধীনতার পর থেকে ৩২ বছর উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষায় কোনো *রায়* হয়নি

- ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত (২৫ বছর) এবং
- ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত (৭ বছর)

❑১৯৯৮ সাল: সর্বপ্রথম নজির সৃষ্টিকারী বাংলা রায় প্রদানের সূচনা

- ১৯৯৮ সালে বিচারপতি কাজী এবাদুল হক ও বিচারপতি হামিদুল হক 'নজরুল ইসলাম বনাম রাষ্ট্র' নামক ফৌজদারি রিভিশন মামলায় বাংলায় রায় প্রদান করেন (ঢাকা ল' রিপোর্টস, খণ্ড ৫০, ১৯৯৮, পৃ. ১০৩-১০৯)

- ১৯৯৮ সালে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, বিচারপতি মোঃ হামিদুল হক, বিচারপতি এ কে বদরুল হক এবং বিচারপতি আব্দুল কুদ্দুস এর বাংলা ভাষায় ৫টি রিপোর্টেড রায় প্রকাশিত হয়

বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বিচারপতি আমিরুল ইসলাম চৌধুরী, বিচারপতি ফজলুল করিম, বিচারপতি এ কে বদরুল হক, বিচারপতি মোয়াজ্জেম হোসেন, বিচারপতি আব্দুল কুদ্দুস প্রমূখ বাংলায় রায় লিখে প্রমান করেছেন উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহার সম্ভব

- ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত (৭ বছর)

হাইকোর্ট বিভাগে কোনো মামলার রায় বাংলা ভাষায় প্রদান করা হয়নি

- ২০০৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত (৫ বছর):

হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগে বাংলায় রায়

বাংলা ভাষায় রায় প্রদানের ক্ষেত্রে বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক অগ্রগণ্য হাইকোর্ট বিভাগে প্রায় ৪০০ টি দেওয়ানি ফৌজদারি ও রিট মামলায় বাংলা ভাষায় রায় প্রদান করেছেন

- ২০১২ থেকে ২০২২ সাল

➢ ২০১২ সালের মার্চ মাসে বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহীমের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ বাংলা ভাষায় একটি করে রায় দিয়েছেন

➢ ২০১০ সাল থেকে বিচারপতি শেখ মোঃ জাকির হোসেন বাংলা ভাষায় রায় প্রদান করছেন

❑ সর্বপ্রথম আপিল বিভাগে বাংলায় রায়

- ১৬ জুলাই ২০০৯ থেকে ১৭ মে ২০১১ সাল পর্যন্ত সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক আপিল বিভাগে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় প্রায় ১০টি রায় প্রদান করেছেন
- ২০১১ সালে বহুল আলোচিত ত্রয়োদশ সংশোধনী মামলায় মাননীয় বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক আপিল বিভাগে প্রথমবারের মতো ১৯০ পৃষ্ঠার বাংলায় রায় প্রদান করেন-এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যে বাংলায় রায় প্রদান সম্ভব (ঢাকা ল’ রিপোর্টস, খণ্ড ৬৪, ২০১২, ১৬৯)

-২০২৩ সালে ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম প্রায় ১৫০ মামলায় বাংলায় আদেশ ও রায় দিয়েছেন

আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলন: আইনি বাধ্যবাধকতা

- ১৯০৮: দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ -এর ১৩৭ ও ১৩৮ ধারা এবং ১৮ আদেশের ৫ থেকে ৯ বিধিসমূহ
- ১৮৯৯: ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ -এর ২২১ (৬), ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৬০(৩), ৩৬১(১), ৩৬৪, ৩৬৭, ৩৭১, ৩৭২ এবং ৫৫৮ ধারাসমূহ
- ১৯৭২: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২, অনুচ্ছেদ ৩ ও ১৫৩ (২), (৩)।
- ১৯৮৭: বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সালের ২ নং আইন)।
- ২০১১: বিচার কাজে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭ এর প্রয়োগ বিষয়ে - আইন কমিশনের সুপারিশ, ২০১১।
- ২০১২: বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ) বিধিমালা ১৯৭৩ (সংশোধনী ২১ নভেম্বর ২০১২)।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা

- সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদ: প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা
- সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদকে কার্যকর করতে ৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে

(১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।

(২) জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।

- বাংলা ভাষার এই নিশ্চয়তা সুদৃঢ়ভাবে কার্যকর করা হয়েছে সংবিধানের ১৫৩ (২)(৩)অনুচ্ছেদে

-(২) বাংলায় এই সংবিধানের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ ও ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য অনুমোদিত পাঠ থাকিবে এবং উভয় পাঠ নির্ভরযোগ্য বলিয়া গণপরিষদের স্পীকার সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন।

-(৩) এই অনুচ্ছেদের (২) দফা-অনুযায়ী সার্টিফিকেটযুক্ত কোনো পাঠ এই সংবিধানের বিধানাবলীর চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

❑ বাংলা ভাষা প্রচলন সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশ ও আদেশপত্র

❖ **১৯৭৫-১৯৭৮**

❖ ১৯৭৫ সালে সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও আধা- সরকারি অফিসসমূহে কেবলমাত্র বাংলা ভাষার ব্যবহারের জন্য ২টি সরকারি আদেশপত্র জারি করা হয়

❖ ১৯৭৮ সালে মন্ত্রিপরিষদের সভায় সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রয়োগের একটি আদেশপত্র দেয়া হয়

❖ ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এসকল নির্দেশনার মাঝে কোনো আইন প্রণীত হয়নি

❖ **১৯৮৭:**

❖ সর্বপ্রথম ১৯৮৭ সালে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহারের জন্য ‘বাংলা ভাষা প্রচলন আইন’ পাশ করা হয়

❑ বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭

- সাংবিধানিক বিধানাবলী পূর্ণরূপে কার্যকর এবং বাংলাদেশে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে ১৯৮৭ সালের ৮ মার্চ 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন' করা হয়
- আইনটির ৩ ধারায় বৈদেশিক যোগাযোগের ক্ষেত্র ছাড়া সকল সরকারি অফিস-আদালত ও সভা-সমিতিতে বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে
- এই আইন লংঘনকে সরকারি কর্মচারীর জন্য অসদাচরণ বলে গণ্য করা হয়েছে
- আইনে 'অন্য আইনে যা কিছু থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান কার্যকর হবে' সংক্রান্ত আইনের প্রাধান্য সূচক বিধান না থাকায় আদালতের কার্যক্রমে বাংলা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়নি
- ৪ ধারার বিধানানুসারে সরকার বিধি প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেও আজ পর্যন্ত বিধি প্রণয়ন করেনি

বিচার কাজে বাংলা ভাষা প্রচলন আইন, ১৯৮৭-এর প্রয়োগ বিষয়ে আইন কমিশনের সুপারিশ, ২০১১

- ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০১১ সালে বাংলাদেশ আইন কমিশন বাংলা ভাষাকে আদালতের সকল কর্মকাণ্ডে ব্যবহারের জন্য দুটি ঘোষণার সুপারিশ করে
- এমতাবস্থায় সরকার *আদালতের ভাষা বাংলা* -এই মর্মে ফৌজদারি কার্যবিধির, ১৮৯৮ এর ৫৫৮ ধারার অধীন একটি এবং ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭ (২) ধারার অধীন একটি অর্থাৎ মোট দুটি ঘোষণাপত্র জারি করতে পারে
- একই সঙ্গে ইংরেজিতে রচিত বিদ্যমান আইনগুলো বাংলায় অনুবাদের সুপারিশ করা হয়
- এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়গুলোর সংশ্লিষ্ট বিভাগের অনুবাদের কাজ বেগবান করা এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষকে আরো শক্তিশালী, গতিশীল ও উদ্যোগী করে গড়ে তুলতে বলা হয়

- বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট (হাইকোর্ট বিভাগ) বিধিমালা ১৯৭৩

  (সংশোধনী ২১ নভেম্বর ২০১২)

- ২০১২ সালের পূর্বে উচ্চ আদালতে বাংলা ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা থাকলেও ২০১২ সালে এই সংশোধনের মাধ্যমে উচ্চ আদালতের কার্যক্রমে বাংলা ভাষা ব্যবহারের সুযোগ হয়েছে
- এই বিধিমালায় উচ্চ আদালতে ইংরেজির পূর্বে বাংলা ভাষা ব্যবহার সুনিশ্চিত করা হয়েছে

❑ আদালতে বাংলা ভাষা প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা

১. অধস্তন আদালতের ভাষা সংক্রান্ত অস্পষ্ট আইনি বিধান

২. বাংলা ভাষা প্রচলন আইনটির বিধির অভাব

৩. বাংলা ভাষায় অপর্যাপ্ত আইনের বই

৪. অপ্রতুল আইনি পারিভাষিক শব্দাবলী

৫. রায় নজির হিসেবে ব্যবহার

৬. আদালতে ভাষা ও বানান রীতির অসামঞ্জস্যতা

৭. অধস্তন আদালতে দক্ষ জনবলের অপ্রতুলতা

৮. উচ্চ আদালতের আইনি কার্যক্রম ইংরেজি ভাষায় লিখিত

৯. সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় ভাষানীতির অভাব

আদালতের বাংলা ভাষা প্রচলনের সম্ভাবনা

১. সাংবিধানিক বিধান বাস্তবায়ন

২. দেওয়ানি ও ফৌজদারি আইনের সংশোধন ও কার্যকরণ

৩. বোধগম্য বিদেশি শব্দসহ বাংলা ব্যবহার বিষয়ক কমিটি গঠন

৪. রায়ে অনুসরণীয় বাংলা বানান রীতির সুস্পষ্ট নির্দেশনা

৫. পরিভাষা ও আইন শব্দকোষ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ

৬. আদালতে সহায়তাকারী জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ

আদালতের বাংলা ভাষা প্রচলনের সম্ভাবনা

৭. বাংলা ভাষা ব্যবহারের আইনগত বাধা অপসারণ

৮. বাংলা ও ইংরেজি নজির সম্বলিত আইন সাময়িকী প্রকাশ

৯. বাংলা ভাষায় আইন প্রণয়ন ও অনুবাদ

১০. ভাষা নীতি ও ভাষা-পরিকল্পনা প্রণয়ন

১১. *আমার ভাষা* সফট্ওয়্যার-এর কার্যকারিতা বাড়ানো

১২. আইন পেশাজীবীগণের দায়িত্বশীল মনোভাব

শেষ কথা

- রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার প্রয়োগ এ দেশের নাগরিকের একটি সাংবিধানিক অধিকার
- এ অধিকার ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার ধারক ও বাহক বিচারের ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহার না করলে সাধারণ বিচারপ্রার্থীর সুবিচার থেকে বঞ্চিত হবে
- বর্তমানে উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষা ব্যবহারে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই
- পর্যায়ক্রমে আদালতের কার্যক্রমে বাংলা প্রচলন শুরু করা যেতে পারে
- আদালতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রয়োগের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া এখন সময়ের দাবি

ধন্যবাদ